



রংপুরে চার হত্যায় ধর্ষণের আলামত মেলেনি: চিকিৎসক



সংগৃহীত ছবি

রংপুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী, তার স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে হত্যার ঘটনা নিয়ে তদন্তে একের পর এক নতুন তথ্য সামনে আসছে। এরই মধ্যে মরদেহ সংরক্ষণ কক্ষের ডোমের একটি বক্তব্য নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়। সেখানে মরদেহে ধর্ষণের আলামত পাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তবে ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার পর চিকিৎসক জানিয়েছেন, এমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।

ফরেনসিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. বাবলু কুমার বিশ্বাস বলেন, ডোমের কাছে মনে হয়েছিল মরদেহে পাওয়া কোনো উপাদান ধর্ষণের আলামতের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। বিষয়টি নিশ্চিত করতে নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরীক্ষার ফলাফলও পাওয়া গেছে। সেখানে ধর্ষণের কোনো আলামত মেলেনি। ডোম যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটি তার ভুল ধারণা থেকে বলা হয়েছে এবং এর কোনো সত্যতা নেই।

তিনি আরও জানান, নমুনাটি মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবেও পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। মরদেহে অন্য কোনো ধরনের ক্যামিকেলের উপস্থিতিও পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত শনিবার রাতে রংপুর নগরের কামালকাছনা এলাকার একটি তিনতলা বাড়ি থেকে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতরা হলেন রংপুর জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী (৬৫), তার স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী (৫০), মেয়ে আগামী চক্রবর্তী (২৫) এবং ছেলে আয়ুশ চক্রবর্তী (১৩)।

এ ঘটনায় হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে রোববার ভোরে দুজনকে আটক করার কথা জানিয়েছে পুলিশ।